আত্মশুদ্ধি-০১

# তাযকিয়া

## মজলিসের উদ্দেশ্য

মাওলানা সালেহ মাহমুদ হাফিজাহুল্লাহ

আত্মশুদ্ধি - ০১

মাওলানা সালেহ মাহমুদ হাফিজাহুল্লাহ

মাওলানা সালেহ মাহমুদ হাফিজাহুল্লাহঃ আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন, ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা সাইয়িদিল আম্বিয়া-ই ওয়াল-মুরসালীন, ওয়া আলা আলিহী, ওয়া আসহাবিহী, ওয়া মান তাবিয়াহুম ইলা ইয়াওমিদ্দীন, মিনাল উলামা ওয়াল মুজাহিদীন, আমীন ইয়া রাব্বাল আ'লামীন।

ভাই ! আমরা সকলে দুরূদ পড়ে নিই।

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على ابراهيم وعلي آل إبراهيم، إنك حميد مجيد،
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد

আলহামদুলিল্লাহ বেশ কিছু দিন পর আবার আমরা তাযকিয়া মজলিসে হাজির হতে পেরেছি, এ জন্য সকলে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করি। আলহামদুলিল্লাহ।

ভাই প্রথমেই একটি কথা বলে নিই। তা হল, আমি আপনাদের মতোই একজন সাধারণ ভাই। এখানে যা কিছু আলোচনা হবে তা মূলত আমি আমার নিজের আমলের উদ্দেশ্যেই করবো। আপনাদেরও যেন উপকার হয় সেটাও খেয়াল করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। এক্ষেত্রে আমার কোনও ভুল হলে অবশ্যই শুধরে দিবেন ইনশাআল্লাহ।

### তাযকিয়া মজলিসের উদ্দেশ্য

আচ্ছা, ভাই আপনারা একটু বলুন তো, আমাদের এ তাযকিয়া মজলিসগুলোর উদ্দেশ্য কী?

উপস্থিত এক ভাইঃ আল্লাহর পরিচয় লাভ করা ও স্ব স্ব ব্যক্তিত্বকে উন্নত করা।

উপস্থিত আরেক ভাইঃ মুজাহিদ ভাইয়েরা যেন নিজেদের আত্মশুদ্ধির পথে উন্নতি করতে পারেন।

উপস্থিত অপর ভাইঃ এই মজলিসের উদ্দেশ্যকে সংক্ষেপে বলা যায়, তাআল্লুক মা'আল্লাহ। আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক তৈরি করা। পাশাপাশি নিজেদের আত্মশুদ্ধি ও আমলের প্রতি উৎসাহ লাভ করা এবং গোনাহমুক্ত জীবন যাপন করার ক্ষেত্রে দিক-নির্দেশনা লাভ করা।

উপস্থিত আরেক ভাইঃ পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের আত্মশুদ্ধির চেষ্টা করা।

মাওলানা সালেহ মাহমুদ হাফিজাহুল্লাহঃ জী ভাই আপনারা ঠিক কথাই বলেছেন। এ বিষয়টি এবার আমরা একটি হাদীসের আলোকে বুঝার চেষ্টা করি। হাদীসটি হচ্ছে,

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال :سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.

হযরত নু'মান বিন বাশীর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

জেনে রেখো ! মানুষের দেহে একটি মাংসপিণ্ড আছে, ওটা ঠিক থাকলে গোটা দেহ ঠিক থাকে। ওটা নষ্ট হয়ে গেলে গোটা দেহ নষ্ট হয়ে যায়, তা হচ্ছে কলব বা অন্তর।

(সহী বুখারী : ৫২, সহী মুসলিম : ১৫৯৯)

## হাদীসের শিক্ষা

হাদীসের থেকে যে শিক্ষাগুলো আমরা পাই তা হল,

১। মানুষের দেহের দুটি অংশ রয়েছে। একটি হল জাহের বা বাহ্যিক অংশ, যার সাথে আল্লাহ তাআলার বেশ কিছু বাহ্যিক হুকুম আহকাম সম্পৃক্ত। যেমন- নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, জিহাদ ইত্যাদি।

আর দ্বিতীয়টি হল বাতেন বা অভ্যন্তরীণ অংশ, যার সাথে বেশ কিছু অভ্যন্তরীণ হুকুম আহকাম সম্পৃক্ত। যেমন- ঈমান, ইখলাস, সবর, শোকর, তাওয়াক্কুল ইত্যাদি।

২। কলবের যাবতীয় মন্দ স্বভাব-চরিত্রকে দূর করে তদস্থলে ভালো ও নেক স্বভাব তৈরি করার নামই হচ্ছে তাযকিয়াতুন নফস বা আত্মশুদ্ধি।

৩। জাহেরী আমল নির্ভর করে বাতেনী আমলের ওপর।

এ থেকে বুঝা গেল, তাযকিয়া মজলিসসহ আমাদের বাহ্যিক জিহাদী সকল কার্যক্রম বাতেনী আমলের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ আমার জিহাদী অঙ্গনের সকল কাজ-কর্ম কবুল হওয়া না হওয়া নির্ভর করে আমার ইখলাসের উপড়।

উপস্থিত এক ভাইঃ হে আল্লাহ, আমাদের সবাইকে ইখলাসের দৌলত নসীব করুন। আমীন।

মাওলানা সালেহ মাহমুদ হাফিজাহুল্লাহঃ আর আমাদের আমলে ইখলাস আসবে তখনই যখন আমাদের কলব বা অন্তর পরিশুদ্ধ হবে। তাই আমাদেরকে বাহ্যিক আমলের পাশাপাশি

বাতেনী আমল তথা তাযকিয়াতুন নফস বা আত্মশুদ্ধির প্রতিও বিশেষ ভাবে মনযোগী হতে হবে। এর প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে, যেমন গুরুত্ব দিতেন আমাদের আকাবের, আসলাফ, উলামা, উমারা এবং সুলাহা সকলেই।

### সেই সফলকাম যে নিজের নফসকে পরিশুদ্ধ করেছে

তাযকিয়াতুন নফসের গুরুত্ব অপরিসীম। এর কারণ কয়েকটি,

১। কোরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ .

যে ব্যক্তি নিজেকে পরিশুদ্ধ করবে সে নিশ্চিতভাবে সফলতা লাভ করবে। (সূরা আ'লা ১৪)

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا . فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا . قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا.

শপথ নফসের এবং যিনি তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন, অতঃপর তাকে অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। নিঃসন্দেহে সেই সফলকাম যে নিজের নফসকে পরিশুদ্ধ করেছে এবং সেই ব্যর্থ যে নিজের নফসকে কলুষিত করেছে। (সূরা আশ শামস ৭-১০)

এখানে আল্লাহ তাআলা নফসের শপথ করে তাযকিয়াতুন নফস বা আত্মশুদ্ধির গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এরপর সুস্পষ্ট ভাবে বলে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি নিজের নফসকে পরিশুদ্ধ করবে সে সফল হবে আর পরিশুদ্ধ করবে না সে ব্যর্থ হবে।

২। তাযকিয়াতুন নফসের মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন হয় আর এ তাকওয়ার মাধ্যমে সম্মান ও মর্যাদার উঁচু স্তরে পৌঁছা যায়, আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ.

আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সেই সবচেয়ে বেশি সম্মান ও মর্যাদার পাত্র যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়ার অধিকারী। (সূরা হুজুরাতঃ ১৩)

আয়াত থেকে বুঝা যায়, বান্দা তাযকিয়াতুন নফসের মাধ্যমে তাকওয়া লাভ করে। এ পথে যত অগ্রসর হবে আল্লাহর কাছে তার সম্মান ও মর্যাদা তত বেশি বৃদ্ধি পাবে।

৩। তাযকিয়াতুন নফসের দ্বারাই আমাদের বাহ্যিক আমলগুলো পরিশুদ্ধ হয়, যা আমরা পূর্বোক্ত হাদীস থেকে বুঝতে পেরেছি।

মোটকথা তাযকিয়াতুন নফসের গুরুত্ব অপরিসীম।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তাযকিয়াতুন নফস বা আত্মশুদ্ধির জন্য আমাদেরকে কী কী করতে হবে? এ বিষয়ে ইনশাআল্লাহ আরেকদিন আলোচনা করব।

## তাযকিয়া মজলিসের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য

এখন আমরা আমাদের মূল প্রশ্নে ফিরে যাই, প্রশ্নটি ছিল, আমাদের এই মজলিসের উদ্দেশ্য কী? এর উত্তরে আমি বলবো, এই মজলিসের উদ্দেশ্য হচ্ছে,

১। আমাদের জাহেরকে আখলাকে হামীদাহ (প্রশংসনীয় গুণাবলী) দ্বারা সজ্জিত করা এবং বাতেনকে আখলাকে রাজীলাহ (নিন্দনীয় বিষয়াদি) থেকে মুক্ত করা।

২। ইমারাহ থেকে দেয়া প্রতিটি কাজ ইখলাসের সাথে সম্পাদন করা।

৩ । শরীয়ত সম্মত সকল বিষয়ে আমীর বা মাসউলের পূর্ণ আনুগত্য করা।

মোটকথা একজন মুরিদ যেভাবে নিজেকে পীরের হাতে সঁপে দেয়, ঠিক তেমনি আমরাও নিজেকে আমীর বা মাসউলের হাতে সঁপে দিব ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে তো ভাই?

উপস্থিত এক ভাইঃ জী ভাই ইনশাআল্লাহ।

মাওলানা সালেহ মাহমুদ হাফিজাহুল্লাহঃ আমাদের এ সকল কাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল, ছোট বড় সব ধরণের গুনাহ থেকে সম্পূর্ণ রূপে বেঁচে থেকে নেক আমলের লাইনে ধীরে ধীরে আরও অগ্রসর হওয়া। আরও উন্নতি করা।

## দু'টি কাজ করতে হবে

এ লক্ষ্য অর্জিত হবে দু'টি কাজ করলে,

**এক**। তাকওয়া অর্জন করলে। **দুই**। সব সময় সঠিক কথা, হক ও সত্য কথা বললে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً .

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল, তাহলে তিনি তোমাদের আমলগুলোকে সংশোধন করে দিবেন এবং পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে সে অবশ্যই মহা সাফল্য লাভ করবে। (সূরা আহযাব ৭০-৭১)

এই আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহকে ভয় করলে এবং সঠিক কথা বললে আল্লাহ আমাদের আমলগুলোকে পরিশুদ্ধ করে দিবেন এবং গুনাহসমূহকে ক্ষমা করে দিবেন। আর এটিই তো আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

### আয়াত থেকে শিক্ষা

ভাই! এবার আপনারা একটু বলুন তো, এই আয়াত থেকে আপনারা কী কী বিষয় বুঝতে পেরেছেন?

উপস্থিত এক ভাইঃ আমি যে বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছি তা হল,

**এক**। সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার ভয় অন্তরে জাগ্রত রাখতে হবে।

**দুই**। সকল পরিস্থিতিতে হক কথা বলতে হবে, এক্ষেত্রে তাগুত বা অন্য কাউকে কোন রূপ ভয় করা যাবে না।

**তিন**। সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করতে হবে আর এটি করতে পারলে নিশ্চিতভাবে মহা সাফল্য লাভ করা যাবে।

### অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকলে...

মাওলানা সালেহ মাহমুদ হাফিজাহুল্লাহঃ সত্যি কথা হল ভাই কারো অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকলে দুনিয়ার কোনও পরাশক্তি তার কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। বরং ওই সকল পরাশক্তি তার সামনে একদমই তুচ্ছ মনে হবে, যার বাস্তব নমুনা আমরা আমাদের পূর্বেকার ও বর্তমানের মুজাহিদীনের জীবনীতে দেখতে পাই।

উপস্থিত এক ভাইঃ আমাদের আফগান ভাইদের সামনে সকল পরাশক্তি তুচ্ছ হিসাবেই প্রমাণিত হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ।

মাওলানা সালেহ মাহমুদ হাফিজাহুল্লাহঃ জী ভাই এই একটি উদাহরণই আমাদের বুঝার জন্য যথেষ্ট। আমেরিকার মতো পরাশক্তি আফগান মুজাহিদীনের হাতে নাকানি চুবানি খেয়ে দিশাহারা হয়ে গেছে। বর্তমানে আমেরিকাসহ গোটা বিশ্বের সকল তাগুত বাহিনীর মুজাহিদীনের নাম শুনলেই অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে।

### আত্মশুদ্ধির সারাংশ

যাই হোক ভাইয়েরা, আমি এখন হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.র একটি উক্তির মাধ্যমে আজকের আলোচনা শেষ করছি। হযরত থানবী রহ. বলতেন,

আত্মশুদ্ধির সারাংশ মাত্র দুটি কথা,

১। কোনো আমল করার ব্যাপারে অলসতা লাগলে তার মোকাবেলা করে ওই আমলটি করে ফেলা।

২। কোনো গুনাহ করার মতো অবস্থা সৃষ্টি হলে তার মোকাবেলা করে সেই গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে ছোট বড় সব ধরণের গুনাহ থেকে বেঁচে থেকে নেক আমলের লাইনে আরও উন্নতি করার তাওফীক দান করুন। পূর্ণ ইখলাসের সাথে জিহাদ ও শাহাদাতের পথে অবিচল থাকার তাওফীক দান করুন এবং আমাদের সবাইকে জান্নাতুল ফিরদাউসের সুউচ্চ মাকাম দান করুন। আমীন।

ভাইয়েরা আজকের আলোচনা এখানেই শেষ করছি। ওয়ামা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। আমরা সকলে মজলিস থেকে উঠার দোয়াটা পড়ে নিই।

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

*************************